দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 OCT 2002 ...
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ৩

মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে সময়সূচি নির্ধারণ প্রসঙ্গে

যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সময়সূচি একটা বড় বিষয়। সময়সূচির ওপর প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও কর্মতৎপরতা নির্ভরশীল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেখানে শিক্ষাদান-কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেখানে যথাযথ পরিবেশ বজায় রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এটা বজায় রাখতে কিছু মনস্তাত্ত্বিক দিক অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। ক্রিয়াকর্মের সময়সূচি নির্ধারণে এমন সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় বা স্কুলের প্রতি ভীতি না হয়। মনে রাখতে হবে, এটা মানসিকতা বিকাশের স্থান।

আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের সময়সূচি সর্বত্র এক নয়। ঢাকা শহরের স্কুলগুলির সময়সূচি এক রকম, জেলা শহরের স্কুলের সময়সূচি আর এক রকম। আবার মফস্বলের সময়সূচি অন্য রকম। অপরপক্ষে, দাউদ, শাহীন, ক্যাডেট, পুলিশ লাইন বা দেশের নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্ব স্ব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সময়সূচি অনুসরণ করে থাকে। তাই সরকার বিভিন্ন দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে সময়সূচি যেমনই হোক ৬ ঘণ্টা কার্যকাল নির্ধারণ করেছিলেন। এটা গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (যেখানে এক শিফট) দশটা-চারটা সময়সূচি অনুসরণ করতে হবে। এ সময়সূচি অনুসরণ শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। কারণ,

ক) এ সময়সূচিতে মধ্যাহ্ন জলযোগের ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন; কিন্তু এটা ব্যয় সাপেক্ষ। সরকারের পক্ষ থেকে যথোপযুক্ত টিফিন মঞ্জুরীর ব্যবস্থা নেই, অপরপক্ষে অসচ্ছল অভিভাবকদের এ ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়।

খ) সকালে ন'টার দিকে দুই রুটি বা পান্তাভাত বা আধাপেটা বা না খেয়েই স্কুলে এসে দুপুরে না খেয়ে চারটে পর্যন্ত ছাত্র ও শিক্ষকদের পক্ষে অবস্থান কষ্টকর। আর এ কারণে শিক্ষায় আগ্রহ ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক।

গ) বিরতিতে ছাত্ররা স্কুল পালায় বা বাড়িতে খেতে গিয়ে আর আসে না। অনেক স্কুলে ইতিমধ্যে এ অবস্থাটাই পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঘ) এছাড়া দুটোর পরে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই শিক্ষাদান-শিক্ষাগ্রহণের মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। শিক্ষক-কর্মচারীদের পক্ষে সকাল ন'টার দিকে ভাত-তরকারি নিয়ে আসা সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীদের পক্ষে চানাচুর/টিফিন কেনা ও খেয়ে ১টা পর্যন্ত থাকা, বাড়ি পৌঁছে সাড়ে চারটে-পাঁচটায় দুপুরের খাওয়া কি স্বাস্থ্যের পক্ষে, শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে অনুকূল হবে? এটা ভেবে দেখা দরকার।

ঙ) স্কুলের এই সময়সূচির দশটা-চারটা কারণে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া থেকে ঝরে পড়তে বাধ্য, ঝরে পড়ছেও। প্রশাসনিক কড়াকড়িতে তেমন কোনো ফল হয় না।

চ) এটা ফাইল ওয়ার্ক নয়। বিদ্যালয় অফিস কার্যত প্রায়শই চারটের পরেও চলে, এমনকি প্রয়োজনে রাত পর্যন্তও অবস্থান করতে হয়। কিন্তু শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মানসিক শক্তির প্রয়োজন। অবুঝকে বুঝ দান, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান। সুতরাং সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রবৃত্তি, চিন্তা-ভাবনা ও বাক্য ব্যয়ের মাধ্যমেই এটা সম্ভব, আবদ্ধ বাধার দৃষ্টিভঙ্গিতে উপকার হতে পারে না। অফিসে কাজ, আর স্কুল-কলেজে শিক্ষাদান কাজ এক নয়।

বৃটিশ বা পাকিস্তান আমলে শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে বা রাজনৈতিক কারণে শিক্ষক-ছাত্রদের আবদ্ধ রেখে কষ্ট দেয়ার লক্ষ্যে, লেখাপড়ার প্রতি ছাত্রদের ভীতি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে দশটা-চারটা সময়কাল নির্ধারিত ছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে, শিক্ষাকে স্বতঃস্ফূর্ত করতে, বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে হাজির করতে, স্কুল পলায়ন বন্ধ করতে, শিক্ষকদের মন-ও এনার্জি ঠিক রাখতে, আমার মতে, আটটা-সাড়ে আটটা থেকে দুটো-আড়াইটের সময়সূচি বোধহয় উত্তম। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা বাড়বে, দুপুরের খাওয়ার সমস্যা হবে না, স্কুল পালানো বন্ধ হবে, শিক্ষাদান-শিক্ষাগ্রহণ কর্মকাণ্ড প্রাণবন্ত হবে। মনে রাখতে হবে, সুস্থ মন, সুস্থ স্বাস্থ্য শিক্ষাগ্রহণের অন্যতম শর্ত। যেসব স্কুল আটটা-সাড়ে আটটা-দুটো, আড়াইটে সময়সূচি অনুসরণ করে আসছে তারা এর সুফল পাচ্ছে। দুটোর পরে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখের দিকে তাকানো যায় না। স্কুল পালানো ঠেকানো যায় না। পরিশেষে শিক্ষায় প্রাণ চাঞ্চল্য ও স্বতঃস্ফূর্ততা আনয়নে আটটা/সাড়ে আটটা, দুটো/আড়াইটে ৬ ঘণ্টা সময়সূচি নির্ধারণ সম্ভব কিনা, তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। এটা দেশের স্বার্থে, ব্যক্তি স্বার্থে নয়।

মোঃ শহীদুল্লাহ,
প্রধানশিক্ষক,
নতুন খয়েরতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
যশোর।